Department of History
Semester: IV
Course Type: CC
Course Code: BAHHISC403
Paper Name: **19th Century Revolutions In Europe**

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ

প্রাচীন তথা ইউরোপীয় সভ্যতার পীঠস্থান গ্রীস একসময় তার স্বাধীনতা হারিয়ে তুরষ্ক সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ে। তবে উন্নত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থাকার কারনে গ্রীকরা ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি অন্য জাতিগোষ্ঠির তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো। তুর্কী শাসন ব্যবস্থায় তারা উচ্চপদে নিযুক্ত হত, শিল্প ও বানিজ্যেও উন্নতি করতে সক্ষম ছিল। এই স্বাধীনতাই তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন গ্রীক দর্শন, সাহিত্য ও মননের ক্ষেত্র থেকেও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রথমেই সারা দেশে গ্রীক-প্রীতি বা 'ফিল-হেলেনিজম্' (Phil-Hellenism)-এর প্লাবন দেখা দিয়েছিল। গ্রীক ভাষা, ধর্ম ও ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। গ্রীকরা প্রাচীন গ্রীসের গৌরব ও ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই নবজাগরণের পুরোধা ছিলেন কোরায়েস। কবি রিগাসের নামও এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে।

তৃতীয়তঃ ফরাসী বিপ্লব প্রসূত ভাবধারাও গ্রীকদের প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষিত গ্রীকরা জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করে এবং ক্রমশঃ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করে। ১৮১৪ ক্ষৃষ্টাব্দে গ্রীকরা 'হেটাইরিয়া ফিলিকে' নামে একটি গুপ্তসমিতি গঠন করে। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা এবং ইউরোপীয় ভূখন্ড থেকে ইসলাম ধর্মালম্বী তুর্কীদের বিতাড়িত করা।

আলেকজান্ডার ইপসিল্যান্টির নেতৃত্বে দানীয়ুব উপত্যকায় গ্রীকদের প্রথম অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মোরিয়া প্রদেশে গ্রীকদের অভ্যুত্থান প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ লাভ করেছিল। সমগ্র দক্ষিণ-গ্রীসের অঞ্চলগুলি বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই সময় গ্রীক ও তুর্কী উভয় পক্ষই চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিল। ইউরোপের জনমত গ্রীসের পক্ষে ছিল। বিভিন্ন ভাবে গ্রীস আর্থিক ও সামরিক সাহায্য লাভ করে। এমনকি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকে এই যুদ্ধে যোগদান করেন। বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন এবং এই যুদ্ধে প্রাণ হারান।

আসলে এই সময় ইউরোপের জনগণ ইচ্ছা ও তাদের শাসকবর্গের স্বার্থ ছিল বিপরীত মুখী। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এই পর্যায়ে দর্শকের ভূমিকায় ছিল। একমাত্র রাশিয়া গ্রীসকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কারন বলকান উপত্যকায় তার স্বার্থ ছিল, দীর্ঘদিনের 'উষ্ণ জলরাশি নীতি'কে বাস্তবায়িত করার। কিন্তু মেটারনিক-ব্যবস্থার অংশীদার হওয়ায় রাশিয়াকে এইসময় গ্রীকদের সাহায্য করা থেকে বিরত থকতে হয়েছিল। অন্যদিকে জনমতের চাপে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তুরষ্ককে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে।

প্রাথমিক পর্বে গ্রীকদের বিজয় হলেও পরবর্তী পর্বে তাদের বিপর্যয় শুরু হয়। কারন, তুরষ্কের সুলতান তার করদ রাজ্য মিশরের পাশার সাহায্য লাভে সমর্থ হয়। মহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম আলি তার সুজ্জিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করলে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মিশরীয় বাহিনী মোরিয়াতে অবতরন করে। গ্রীকদের প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়। অন্যদিকে ইব্রাহিমের বাহিনী হাজার হাজার গ্রীককে হত্যা করে বসফরাসের জলে ভাসিয়ে দেয়। গ্রীক চার্চের প্রধানকেও হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র গ্রীস তুরষ্কের সুলতানের অধিকার ভুক্ত হয়।

কিন্তু গ্রীসের এই বিপর্যয় সমগ্র ইউরোপে ‘গ্রীক-প্রীতি’র প্রসার ঘটায়। আর রাশিয়ার নতুন জার প্রথম নিকোলাস নিকট-প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি মেটারনিককে উপেক্ষা করে গ্রীসকে সাহায্য করতে উদ্যোগী হলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সক্রিয় হয়ে ওঠে। রাশিয়ার একক হস্তক্ষেপকে আটকানোর জন্য স্থির হয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া সম্মিলিত ভাবে গ্রীকদের স্বায়ত্বশাসন স্বীকার করার জন্য তুরস্কের সুলতানের কাছে একটি ‘নোট’ পাঠানো হবে। কিন্তু মিশরের সাহায্য পুষ্ট সুলতান এই ‘নোট’ অগ্রাহ্য করে। ফলে, ১৮২৭ খৃস্টাব্দ ইঙ্গ-ফরাসী নৌবহর নেভারিনোর ণৌ-যুদ্ধে তুর্কী নৌ-বহরকে বিধ্বস্ত করে।

নেভারিনোর যুদ্ধের পর ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য ফিরে গেলে রাশিয়া একক ভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। রুশ সৈন্যবাহিনী তুরস্কের রাজধানী কন্‌স্ট্যান্টিনোপল পর্যন্ত অগ্রসর হলে সুলতান সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে এড্রিয়ানোপলের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুযায়ী তুরস্ক গ্রীসের স্বায়ত্বশাসন স্বীকার করে নেয়, রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ওয়ালেশিয়া ও মালদাভিয়া স্বায়ত্বশাসন লাভ করে, রাশিয়া বেশ কিছু রাজনৈতিক ও বানিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। দানিয়ূব উপত্যকার রাজ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার এই প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার মনঃপূত ছিল না। স্বায়ত্বশাসন প্রাপ্ত গ্রীসকে রাশিয়া নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া আপত্তি জানায়। শেষ পর্যন্ত ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ‘লন্ডন চুক্তি’র মাধ্যমে গ্রীসের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এবং প্রথম রাজা হিসাবে সিংহাসনে বসেন ব্যাভেরিয়ার প্রিন্স অটো। এই স্বাধীনতা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সংযুক্ত-রক্ষাশর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। নিকট-প্রাচ্যে রাশিয়া তার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ফলাফলঃ

গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভিয়েনা-ব্যবস্থার ন্যায্য-অধিকার ও স্থিতাবস্থা রক্ষার নীতির ওপর চরম আঘাত হেনে ছিল। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপে প্রথম একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল জাতীয়তাবাদের প্রথম জয়, যা অন্যান্য বলকান জাতিগোষ্ঠির মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণা স্বরূপ ছিল।

গ্রীসের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও কয়েকটি বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলেছিল। তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে ইউরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্বার্থও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ার আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, ইংল্যান্ড-অস্ট্রিয়ার তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অখন্ডতা বজায় রাখার নীতি, ভূমধ্যসাগর ও বলকান অঞ্চলে ইংল্যান্ড-রাশিয়ার পরস্পর বিরোধী স্বার্থ, ফ্রান্সের রাশিয়া-বিরোধীতা প্রভৃতির ফলে এই রাষ্ট্রগুলি কোন ঐক্যবদ্ধ নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। বরং এই স্বার্থের সংঘাত বলকান সমস্যার জন্ম দেয় এবং পরবর্তীকালে জটিল রূপ ধারণ করে ইউরোপের ইতিহাসে এক দীর্ঘকালীন সমস্যা হয়ে ওঠে, যা পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা বা বলকান সমস্যা বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যা হিসাবে সমগ্র ঊনবিংশ শতকে বিদ্যমান ছিল।

Prepared by Jyotika Waghela, Associate Professor of History, Raniganj Girls' College.